দৈনিক বাংলা

তারিখ 18 DEC 1991
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মহানগরীর শিক্ষায় অক্টোপাসের থাবা

প্রাইমারী স্কুলের নিম্নমান কেজি'র বিস্তার ঘটাচ্ছে

আবদাল আহমদ ঃ মহানগরী ঢাকার প্রাইমারী স্কুলগুলো কিন্ডারগার্টেন স্কুলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না। অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রী প্রাইমারীর চেয়ে কেজির প্রতিই বেশী আকৃষ্ট। কেজির সংখ্যাও প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। শিক্ষাদান পদ্ধতির ক্ষেত্রেও প্রাইমারীর চেয়ে কেজি ভাল করছে।

ঢাকা মহানগরীর শিশুশিক্ষার উপর অনুসন্ধান করতে গিয়ে এই তুলনামূলক চিত্র পাওয়া যায়।

ঢাকা মহানগরীতে বর্তমানে ৪৫৬টি প্রাইমারী স্কুল রয়েছে। এর মধ্যে ১১৫টি বেসরকারী। এসব স্কুলে পড়াশুনা করছে প্রায় দু'লক্ষ ছাত্রছাত্রী। অপর দিকে মহানগরীতে কিন্ডারগার্টেন স্কুল রয়েছে ৫৫০টি। এসব স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৭৫ হাজার।

অধিকাংশ প্রাইমারী স্কুলে বর্তমানে শিক্ষার ক্ষেত্রে এক হতাশাজনক চিত্র বিরাজ করছে। শিক্ষাদান সেখানে দায়সারা গোছের। জীবনকেন্দ্রিক বাস্তবমুখী শিক্ষাসূচীর অভাব। সেখানে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং উদ্যোগী শিক্ষকেরও দারুণ অভাব। প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ নেই। সুলিখিত এবং চিত্তাকর্ষক পাঠ্য-পুস্তক নেই। প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ, খেলার (৪-এর পৃঃ দ্রঃ)

প্রাইমারী স্কুলের

(প্রথম পৃঃ পর)

সরঞ্জাম ও লাইব্রেরীর ব্যবস্থাও নেই। অনুসন্ধানে আরও জানা গেছে, এসব প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের যত্ন নিয়ে পড়ান না। ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনা করছে কিনা সে ব্যাপারে শিক্ষকদের তদারকী নেই। ছাত্রছাত্রীদের হোম ওয়ার্ক খুব একটা দেয়া হয় না। চিত্তবিনোদনের কোন পরিবেশ ছাত্রছাত্রীরা পায় না। এছাড়া স্কুলে 'উইকলি টেষ্ট' কিংবা 'মাসিক টেষ্টের' ব্যবস্থা নেই। ষান্মাসিক এবং বার্ষিক পরীক্ষা নিয়েই দায়িত্ব শেষ। শিক্ষকদের কাছ থেকে ছাত্ররা তেমন আদর পায় না। অন্যদিকে ক্লাসে ছাত্রছাত্রীরা গাদাগাদি করে বসে ক্লাস ফলো করে। অনেক ক্ষেত্রে স্নেহের পরিবর্তে শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের ভর্ৎসনা করে। 'নীলডাউন' করে রাখা, কান মুচড়ে দেয়া, বেত্রাঘাত করা এবং গালে-পিঠে চড় দেয়ার মত শাস্তিও ছাত্রছাত্রীদের পেতে হয়।

অনুসন্ধানে প্রাইমারী স্কুলের নীচুমানের আরও যেসব কারণ জানা গেছে সেগুলি হচ্ছে ঃ হাতে-কলমে শিক্ষা না দেয়া, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সুসম্পর্কের অভাব, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে যোগাযোগ না থাকা এবং অপর্যাপ্ত স্কুল তদারকী।

প্রাইমারী শিক্ষায় এই দুরবস্থার কারণেই গড়ে উঠেছে ব্যবসাভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিন্ডারগার্টেন। টাকার বিনিময়ে এখানে তুলনামূলকভাবে ভাল শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। কিন্ডারগার্টেনগুলিতে হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। শিক্ষকরা তাদের সহজাত গুণ ও আদর দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়ে থাকেন। পড়াশুনা আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। নিয়মিত স্পোর্টস, কুইজ কম্পিটিশন, পাঠচক্র, সাধারণ জ্ঞান, গল্প বলা, ছবি আঁকা, সঙ্গীত চর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে ছাত্রদের মাঝে আকর্ষণ সৃষ্টি করা হয়। ছাত্রছাত্রীরা কতটা উন্নতি করছে সে ব্যাপারে অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হয় এবং এ ব্যাপারে খাতা রাখা হয়। ছাত্রছাত্রীদের কোন সমস্যা শিক্ষকরা লক্ষ্য করলে অভিভাবকদের ডেকে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। মাঝে-মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষকরা শিক্ষাসফরে কেন্দ্রীয় স্মৃতিসৌধ, জাতীয় যাদুঘর, বোটা-নিক্যাল গার্ডেন, চিড়িয়াখানা, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ইত্যাদি পরিদর্শনে যান। সাপ্তাহিক টেষ্ট, বাড়ির জন্য পড়া, ড্রামা কম্পিটিশন, একক অভিনয়, ইত্যাদিরও ব্যবস্থা করা হয়। ইংরেজী শিক্ষার প্রতি অধিক জোর দেয়া হয় কিন্ডারগার্টেনে। স্মার্টনেস, সুন্দরভাবে কথা বলা, টিপটপ পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির ব্যাপারেও খেয়াল রাখা হয়।

সম্পন্ন অভিভাবকরা প্রাইমারী স্কুল থেকে কেজির দিকেই বেশী করে ঝুঁকছেন। যাদের পক্ষে কোনমতেই কেজির খরচ বহন করা সম্ভব নয় একমাত্র তারাই তাদের সন্তানদের প্রাইমারী স্কুলে পড়াচ্ছেন এবং সেটাও তাদের নিতান্ত অনিচ্ছায়। ভাল পড়াশুনা ছাড়াও অভিভাবকদের একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারও আছে। তারা মনে করেন, কিন্ডারগার্টেনের একটা চটক আছে। সন্তানরা ঐখানে পড়াশুনা করলে স্মার্ট হবে। কোন কোন উচ্চাভিলাষী অভিভাবক আবার তাদের সন্তানদের প্রাইমারীতে দারিদ্র্যের সঙ্গে পাশাপাশি বসিয়ে লেখাপড়া করাতে চান না। ফলে কিন্ডারগার্টেন 'ক্রেজ' অভিভাবকদের মধ্যে প্রবল। স্কুল ও কেজির অস্তিত্বের ফলে শিক্ষার নিম্নতম স্তরে এক সমান্তরাল ও দ্বৈত ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

প্রাইমারী স্কুলের নীচু মান এবং কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে বেশ কয়েকজন শিক্ষকের মতামত নেয়া হয়। ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষা মিসেস রওশন আরা চৌধুরী বলেন, সমাজে এখন ইংরেজীর ডিমান্ড বেড়ে গেছে। তাই কিন্ডারগার্টেনের সংখ্যা বাড়ছে। এরা মূলত বিদেশের অনুকরনে লেখাপড়া শেখায়। তবে এদের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার। শিক্ষক নিয়োগের বেলায় নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ, যোগ্যতা-সম্পন্ন প্রার্থীদের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রাখা হয় না। কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতি খারাপ নয়। তবে ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে যেভাবে কিন্ডারগার্টেন চলছে তা ঠিক নয়। প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটাতে হলে অর্থ বরাদ্দ বাড়াতে হবে। এখনকার শিক্ষার স্বীকৃত পদ্ধতি হচ্ছে কাজের মাধ্যমে শেখা বা 'ডেমোনেস্ট্রেশন লেসন-এর ব্যবস্থা করা দরকার। ডেমোনেস্ট্রেশন লেসনের কোন ইন্সট্রুমেন্ট কোন স্কুলে নেই। কিন্ডারগার্টেন স্কুলের কোন কোনটিতে সেই পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের চেষ্টা চলছে।

ধানমন্ডি গভঃ বয়েজ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক এ কে এম মনির হোসাইন বলেন, শিক্ষার দায়িত্বে যারা আছেন তারা কেরানীর চাকরি পেলেও শিক্ষকতা করতেন না। শিক্ষকদের বেতন সন্তোষজনক নয়। তাদের মর্যাদাও তেমন নেই। এগুলি ছাড়াও প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষার নীচুমানের জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গিও জড়িত। তবে কিন্ডারগার্টেন সব সমস্যার সমাধান করতে পারছে না।

ভিখারুন্নেসা স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ হামিদা আলী বলেন, প্রাইমারী স্কুলের নীচুমানের সুযোগেই কিন্ডারগার্টেন স্কুলের সংখ্যা বাড়ছে। এ ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি দেয়া দরকার।

আইডিয়াল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ফয়জুর রহমান বলেন, চাহিদা আছে বলেই কিন্ডারগার্টেন হচ্ছে। সরকারী প্রাইমারীতে লেখাপড়া হয় না। পারিবারিকভাবেও কেয়ার নেয়া হয় না। তাই সমাজের প্রয়োজনেই এসব স্কুল হচ্ছে। প্রাইমারী স্কুলের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রাইমারী স্কুলে ভাল শিক্ষক নেই। শিক্ষকরা বেতন পান কম। মান বিচার করে শিক্ষক নিয়োগ করা হয় না। আর নিয়োগ করা হলেও ঠিকমতো বেতন না দিলে তারা লেখাপড়া করাবেন কেন?